দলিত দর্পণ

প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারী, ২০২১

সম্পাদকীয়ঃ

দলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সুরক্ষায় দাতা সংস্থা UNDP এর আর্থিক সহযোগিতায় দলিত ও তার দুই সহযোগী সংস্থা প্রতিভা ও উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত 'দলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সুরক্ষা (পি.এইচ.আর.ডি.পি)' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে খুলনা জেলার দিঘলিয়া, ডুমুরিয়া এবং পাইকগাছা উপজেলায়। উল্লেখিত উপজেলাগুলির মোট ৭,৬০৯ জন দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা সহ সার্বিক মানবাধিকার **সুরক্ষায় কাজ করছে পি.এইচ.আর.ডি.পি** প্রকল্প। প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে অত্র এলাকার দলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে তাদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দলিত জনগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কিত নিউজলেটারটি প্রকাশ করা হলো। নিউজলেটারটি প্রকাশে দলিত সংস্থার সকল কর্মী, যুব সংঘ, স্টেকহোল্ডার, গণমাধ্যম কর্মী এবং দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি তাদের মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পবিত্র সংবিধানে সমতার নীতি ও বৈষম্যের বেড়াজালে দলিত জনগোষ্ঠী ঃ

বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানে প্রত্যেক মানুষের সমঅধিকার ও সমমর্যাদার কথা বলা হলেও বাস্তবে সামাজিক চিত্র দেখা যায় ভিন্ন। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে বৈষম্য। চায়ের দোকান থেকে শুরু করে অস্পৃশ্যতার চর্চা হয় সামাজিক নানা প্রেক্ষাপটে। সামাজিক কিংবা ধর্মীয় বৈষম্যের গ্লানি রয়েছে সর্বত্র। দলিতদের পাশে বসলে সমাজের উচ্চ শ্রেনীর মানুষের মর্যাদা কমে যাবে, সমাজে এমন ধারনা এখনও প্রচলিত রয়েছে। স্ট্যান্ডিং কমিটি, আইনশৃঙ্খলা কমিটি, হাট-বাজার কমিটি, সালিশি কমিটি, মন্দির কমিটি সহ উন্নয়নমূলক কোন কমিটিতে দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষদের সদস্য করা হয় না। দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষদের অঞ্চল ভেদে চায়ের দোকানে, হোটেলে ও রেস্তোঁরায় খেতে দেওয়া হয় না। স্কুল, কলেজ সহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিগৃহিত হতে দেখা যায় দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষদের। ভোটে যেই হারুক না কেন আঘাতটা ঠিকই এসে পড়ে দলিত জনগোষ্ঠীর উপর। সমসাময়িক সময়ে করোনা মহামারী তাদের জীবনযাত্রাকে মানবেতর থেকে আরো মানবেতর করেছে। বেড়ে গেছে অর্থনৈতিক দৈন্যতা, বৃদ্ধি পেয়েছে দলিত শিশুদের শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ার আশংকা, এর সাথে বাল্য বিবাহ সমাপ্ত করেছে অনেক উদীয়মান প্রতিভাকে। দলিত সংস্থার কর্মএলাকাগুলোর জরিপে জানা যায়, ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে ১৪৮ জন দলিত মেয়ে শিশু বাল্য বিবাহের শিকার হয়েছে।

দলিত'দের প্রতি বৈষম্য ও মানবাধিকার পরিস্থিতির ঘটনা প্রবাহ ঃ

◆ মান্দার দাসের উপর বর্বরতা: প্রতিবাদে সামাজিক প্রতিফলন ◆

গণ ৩ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার)- ২০১৯ ইং তারিখ, বিকাল ৩.০০ (আনুমানিক) ঘটিকার সময় মান্দার দাস (৩৮) মহেশ্বরপাশা এলাকার কালিবাড়ি বাজারের নিজ দোকান সুজয় সু স্টোর এ কার্যরত থাকাকালীন নয়ন (২৭) নামে এক ব্যক্তি দোকানে জুতা ক্রয়ের কথা বলে ১ জোড়া চামড়ার স্যান্ডেল নিয়ে বাড়ি থেকে টাকা পরিশোধ করবে বলে মান্দার দাসকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে মহেশ্বরপাশা সাহাপাড়াতে নয়নের খালার বাড়িতে নিয়ে যায়। এ সময় পূর্ব থেকে ওৎপেতে থাকা নয়নের সঙ্গী রনি, খালিদ মান্দার দাসকে জুতার টাকা দেয়ার কথা বলে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে জোরপূর্বক আটক করে। এ সময় রনি গ্যাং ধারালো অস্ত্র (চাকু), চাপাতি দেখিয়ে গালিগালাজ ও মারপিট করে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দেয়ার জন্য হুমকি দিতে থাকে। অসহায় ও গরীব মান্দার দাস টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে রনি গ্যাং চাকু দিয়ে জোরপূর্বক মাটিতে ফেলে হত্যার উদ্দেশ্যে জবাই করতে যায়। প্রাণভয়ে কাতর মান্দার দাস প্রাণভিক্ষা চাইলে তাকে উপর্যুপরি মারধর ও হত্যা করতে উদ্যত হয়। অতঃপর রেখা (২৮) নামের এক মহিলাকে তার পাশে দাঁড় করিয়ে মান্দার দাসকে সম্পূর্নরুপে উলঙ্গ করে মোবাইল ফোনে ছবি তোলে। রনি ও নয়ন, খালিদসহ সকলে এ ছবি ইন্টারনেটে

ছেড়ে দেয়ার জন্য হুমকি দিলে প্রাণভয়ে তাৎক্ষণিক ১০ হাজার টাকা দিতে রাজি হলে রনি গ্যাং তাকে (মান্দারকে) বাড়িতে নিয়ে যায় এবং জোরপূর্বক ১০ হাজার টাকা নিয়ে নেয়, পরবর্তী শুক্রবার দিন সকাল ১০টার মধ্যে ষাড়াডাঙ্গা মাঠে আরও ৪০ হাজার টাকা দেয়ার শর্তে তাকে জীবন ভিক্ষা দেয়।

নারায়ন চন্দ্র দাশ মান্দারকে মধ্যযুগীয় নির্যাতনের প্রতিবাদে ফুসে ওঠে দৌলতপুরের নাগরিক সমাজ। বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, দৌলতপুর ও বাংলাদেশ দলিত যুব পরিষদ এর উদ্যোগে গণ ৭ ডিসেম্বর ২০১৯ বিকাল ৩ ঘটিকায় মহেশ্বরপাশা থেকে দৌলতপুর পর্যন্ত দীর্ঘ ৫ কি.মি. পথ পরিক্রমায় এক গণমিছিলের মাধ্যমে দীর্ঘ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঘন্টাব্যাপি মানববন্ধন শেষে বিক্ষুব্ধ জনতা দৌলতপুর প্রধান সড়কে বিক্ষোভ মছিলের মাধ্যমে নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন। এরপর ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং তারিখে খুলনা সিটি মেয়রের কার্যালয়ে দলিত কর্তৃক আয়োজিত "প্রতিনিধিত্ব ও ক্ষমতায়নে দলিত হরিজনদের অর্ন্তভুক্তি; আমাদের প্রত্যাশা" শীর্ষক সংলাপ সভায় জনাব আলহাজ্ব তালুকদার আব্দুল খালেক, মাননীয় মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, এর সামনে নারায়ণ চন্দ্র দাশ (মান্দার) তার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা তুলে ধরেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দৌলতপুর থানার ওসিকে ফোন দিয়ে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করা সহ আসামীদের শাস্তির ব্যবস্থার করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে বিষয়টি মীমাংসা হয়েছে। বর্তমানে মান্দার দাশ তার এলাকায় প্রতিবাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

◆ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে বরণ করতে গিয়ে বৈষম্যের স্বীকার দলিত সম্প্রদায় ◆

২০২০ সালের শেষদিকে যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার স্থানীয় এক জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে বিজয়ী হলে নব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৪নং বিদ্যানন্দকাটি ইউনিয়ন পরিষদে অভিনন্দন জানানোর জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের মঞ্চ তৈরী, ফুল কেনা ও ছবি তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয় বাউশলা ঋষি পাড়ার উত্তম দাস ও ভরত দাসকে। তাদের আয়োজনে সেদিন দলিত কমিউনিটির অনেক মানুষ তাদের ভোটে নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধি মহোদয়কে দেখা ও ফুলের শুভেচ্ছা জানাতে আসে। সেই মুহূর্তে ঘটে এক ন্যাক্কারজনক ঘটনা। যারা স্থানীয় আওয়ামীলীগের নেতাকর্মী ছিলো তারা সেদিন দলিত জনগোষ্ঠির মানুষদের নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধি মহোদয়কে ফুলের মালা দিতে দেয়নি। তাদের রক্ত চক্ষু থাবিয়ে দেয় উত্তম দাস ও ভরত দাসের মত হাজারো দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের আনন্দ অনুভূতিকে।" রাজনৈতিক অধিকার না পাওয়া এমন শত শত গল্প আছে দলিতদের জীবনে।

◆ নিষিদ্ধ মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা ঘৃনার বহিঃপ্রকাশ ঋষিপাড়া নিষিদ্ধ ◆

মহেশ্বরপাশা ঋষিপাড়ায় করোনাকালীন সময়ে ভাড়াটিয়া বিষ্ণু হাজরা নামক এক রিক্সা চালকের করোনা ধরা পড়লে আশেপাশের লোকেরা ঋষিপাড়ার পুরো ৮০ ঘরের প্রায় ৬০০ লোককে এলাকায় গৃহবন্দী করে রাখা হয়। তাদের এলাকার বাইরে যাওয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়। এলাকার চারপাশ থেকে ঘিরে দেওয়া হয় যাতে তারা বাড়ির বাইরে যেতে না পারে। এলাকার হতদরিদ্র লোকজনেরা বাইরে কাজে যেতে পারেনি যার ফলে হতদরিদ্র অসহায় মানুষগুলোর জন্য খাবার ও বাজার করা খুবই অসুবিধা হয়ে যায়। তারা যে ডিপ টিউবওয়েলের পানি পান করতো সেখানে পর্যন্ত তাদের যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেখানের দেয়ালে লিখে দেওয়া হয় ঋষিপাড়া নিষিদ্ধ। যদিও পরবর্তীতে সেই লোকের যক্ষা ধরা পড়লেও আজ পর্যন্ত ঘটনার প্রায় একবছর পরে এসেও দেয়াল থেকে মুছে যায়নি ঋষিপাড়া নিষিদ্ধ। **ছোট্ট এই দেয়াল লেখনীর মাধ্যমে ফুটে ওঠে মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা ঘৃণা।** আর দেয়ালের লেখনী একদিন মুছে গেলেও মনের ঘৃণার দৃষ্টিভঙ্গি মুছবে কি?

◆ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও দলিত শিশুদের শুনতে হয় "তোরা মুচির সন্তান তোদের লেখাপড়া করে কি হবে? ◆

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের ঋষিপাড়ার প্রায় ৩৫ জন শিক্ষার্থী বালিয়াডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা তাদের অভিযোগে উল্লেখ করেন যে দীর্ঘদিন ধরে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকরা তাদের সাথে চরম অমর্যাদাকর ও অসম্মানজনক আচরণ করে আসছে। শিক্ষকরা দলিত শিক্ষার্থীদের বলেন "তোরা মুচির সন্তান তোদের লেখাপড়া করে কি হবে? তোরা এখনই কোন গ্যারেজে কাজ করগে"। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঋষি পল্লীর ৩০/৩৫ জন শিক্ষার্থীর সাথে প্রায়শই অমর্যাদা ও অবজ্ঞামূলক আচরণ করে থাকে। ঋষি পল্লীর শিক্ষার্থীদের দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করানো, মাঠের ময়লা পরিষ্কার করানো, বিদ্যুৎ বিল দেওয়া, প্রধান শিক্ষকের সন্তানের প্রস্রাব করানো কাপড়-চোপড় ঋষি পল্লীর শিশুদেরকে দিয়ে ধোয়ানো ও নাড়তে বলে। বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেনীর দলিত কমিউনিটির একজন ছাত্র বাথরুমে যেতে চাইলে তাকে বাথরুম ব্যবহার করতে না দিয়ে তার উপর উল্টো স্কুলের শিক্ষক বকাবকি করে বলে, "মুচির ছেলে মেয়েরা বাথরুম ব্যবহার করতে পারবে না। তোরা বাড়ি যেতে পারিস না। বাড়ি চলে যা"। তখন সেই ছাত্র বাধ্য হয়ে বাড়ি চলে আসার মাঝপথে

জামা কাপড়ে পায়খানা করে দেয়। প্রথম শ্রেনীর এক ছাত্র ১ম ও ২য় সাময়িক পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করলেও মুচির ছেলে হওয়ার কারণে বার্ষিক পরীক্ষায় তার ফলাফল আশানুরুপ হয়নি। অত্র স্কুলের ৫ম শ্রেনীর একজন ছাত্রকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহন করতে দেয়নি। এখানেই শেষ নয়। অত্র স্কুলের শিক্ষক ঋষি পাড়ার অভিভাবকদের সাথেও খারাপ আচরণ করে। দলিত সংস্থার তৃণমূল সাংবাদিক মিনা দাসের নেতৃত্বে উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে কেশবপুর উপজেলা নিবার্হী অফিসারের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ঘটনার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের আশ্বাস প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। তৃণমূল সাংবাদিক দলের সদস্য মিনা দাসের বাড়ি ঐ পাড়াতে হওয়ায় সে বিষয়টি নজরদারি করে আসছিল অবশেষে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গল যেদিন তারই পাড়ার সব শিশু একসাথে ফেল করে। এর সমুচিত জবাব দিতে সে ঐ পাড়ার সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে ও তৃণমূল সাংবাদিক দলের বেশ কয়েকজনকে সাথে নিয়ে প্রথমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উক্ত ঘটনার বিরুদ্ধে স্মারকলিপি প্রদান করে। সেই প্রতিবাদের যথার্থতা অনুধাবন করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে উক্ত স্কুলের অভিযোগকৃত শিক্ষকদের তাৎক্ষনিক ও সাময়িক অপসারণ এবং হুশিয়ারী পত্র দেয়া হয়। এছাড়া কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ আসলে তার স্যুতা পাওয়া গেলে সুর্কীকরণ কঠোরতম ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জেলা প্রশাসক জানান। এই প্রতিবাদ বিভিন্ন পত্রিকাতে ও সামাজিক গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়।

◆ করোনা কালীন সময়ে অবহেলায় শিশু মৃত্যু ◆

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার টিপনা ঋষি পাড়ার এক বধুর প্রসব বেদনা শুরু হলে তাকে ডুমুরিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ নিয়ে যাওয়া হয়। টানা তিন দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার পরও কোন ডাক্তার তাকে দেখেনি। এ সময়ে ডাক্তাররা খুব অল্প সময় থাকতো এবং নার্সরা বলত এটা ফলস্ ব্যথা এমনিতে ঠিক হয়ে যাবে। হাসপাতাল থেকে কিছু ওষুধও দেয়া হয় কিন্তু ব্যথা কমে না। এভাবে ৪ দিন পার হয়ে গেলে গর্ভবতী নারীকে নিয়ে খুলনা শহরস্থ একটি ক্লিনিকে ভর্তি করানো হয়। ক্লিনিকের ডাক্তাররা জরুরী ভিত্তিতে সিজার করার সিদ্ধান্ত নেয়। সিজারের পর দেখা যায় পেটে বাচ্চার সাথে একটি টিউমারও ছিলো এবং টিউমারটি ফেটে গিয়েছে। পেটের ভেতরেই টিউমারটি ফেটে যাওয়ার ফলে শিশুটি বিষাক্ত পদার্থ খেয়ে ফেলে এবং তার নাক মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে থাকে এবং ঐ বিষাক্ত লালা পড়তে থাকে। অবস্থার আরো অবনতি ঘটলে শিশুটিকে খুলনা শিশু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ২ ঘন্টা অবজারভেশনে রাখার পর সন্ধ্যা ৭ টার দিকে শিশুটির মৃত্যু ঘটে।

◆ অভাবের তাড়নায় নদীতে মাছের রেনু ধরে জীবিকা নির্বাহ শুরু করলো যৌন পেশাজীবি পারুল বেগম (ছদ্মনাম) ◆

খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার বানিশান্তা ইউনিয়নের পশুরনদীর কোল ঘেঁসে বানিশান্তা যৌন পল্লী গড়ে উঠেছে। বহু নির্যাতন, সংগ্রাম, দুঃখ, কষ্টকে উপেক্ষা করে প্রতি দিনের পথ চলা তাদের নিত্যদিনের কাজ। নিজের মূল্যবান জীবনকে অন্যের আনন্দ উপভোগে বিলিয়ে দেয়া তাদের পেশা। তেমনি একজন যৌন পেশাজীবি পারুল বেগম। তার পরিবারে ৪ জন সদস্য। ছোট ছেলে ২য় শ্রেণিতে পড়ে। আর বড় ছেলে কুলির কাজ করে। প্রতিদিন যৌন বৃত্তি করে যা উপার্জন হয় তা দিয়ে সে কোন মতে দিনাতিপাত করে। কিন্তু সম্প্রতি বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্ব ব্যাপি ক্রান্তি কাল চলছে। যার কারণে বর্তমানে পতিতা বৃত্তির কাজ বন্ধ ঘোষনা করা হয়েছে। এরই মধ্যে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আম্ফান এর আঘাতে তাদের মাথা গোজার ঠাঁই হিসেবে ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটুকুও নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাই সে নিজের জীবনকে বাজি রেখে ২ সন্তান সহ বেঁচে থাকার তাগিদে নদীতে মাছের রেনু ধরার মত কঠিন কাজ করতেও ভীত হয়নি। বানিয়াশান্তা যৌন পল্লীর এমন অনেক যৌনকর্মীই এখন বেঁচে থাকার তাগিদে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদীতে মাছের রেনু ধরে বর্তমানে জীবিকা নির্বাহ করছে।

◆ জাতপাতের বেড়াজালে ঝড়ে গেল আরও একটি তাজা প্রাণ ◆

জেলে সম্প্রদায়ের মেয়ে ১৬ বছর বয়সী সেজুতি মন্ডল (ছদ্মনাম) ডুমুরিয়া উপজেলার গুটুদিয়া ইউনিয়ন নিবাসী। তার পিতা বর্তমানে পেশায় একজন কৃষক ও মা গৃহিনী। অত্যন্ত দরিদ্র ও যৌথ পরিবারে বেড়ে ওঠা সেজুতির বড় বোন মানসিক প্রতিবন্ধী। জিপিএ ৩.৮২ নিয়ে সেজুতি কুলটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি পাশ করে। একই বিদ্যালয় হতে ৪.১২ জিপিএ নিয়ে বিল্লব নামের একটি ছেলেও এস.এস.সি পাশ করে (ছদ্মনাম)। সেজুতি মন্ডলের এবং ক্ষত্রীয় বংশীয় বিল্লব গোলদারের মধ্যে সখ্যতার পাশাপাশি গড়ে ওঠে ভালোবাসা। কিন্তু নিষ্ঠুর এই পৃথিবী তাদের ভালোবাসা মেনে নিতে পারেনি। দলিত মেয়ের সাথে ক্ষত্রিয় ছেলের বিয়ে হবে না বলে সাফ জানিয়ে দেয় ছেলের পরিবার। ছেলেটির হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও সে তার পরিবারকে রাজি করাতে সক্ষম হয় না। ২০২০ সালের এপ্রিল মাসের ২৫ তারিখ রাতে ছেলেটি মেয়েটিকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানায় যে, তার পক্ষে মেয়েটিকে বিয়ে করা সম্ভব না, কারণ তার পরিবার কোন ভাবেই এই সম্পর্ক মেনে নিবে না এবং ছেলেটির পরিবার অন্যত্র ছেলেটির বিয়ে ঠিক করে। এই কথা শুনে সেজুতি তা কোনভাবে মেনে নিতে পারেনি। জীবনের মায়া ত্যাগ করে ঘৃনা ভরা নিষ্ঠুর এই পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে আত্মাহুতি দেয় সেজুতি।

বিঃ দ্রঃ ঘটনার স্পর্শকাতরতা বিবেচনায় মেয়েটির পরিচয় ও ছবি প্রকাশ করা হয়নি।

◆ করোনার সময় নিজের বাল্য বিয়ে নিজেই বন্ধ করলো দলিত নারী ফেডারেশনের সাহসী নেত্রী সুরাইয়া সুলতানা (বৃষ্টি) ◆

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার দলিত নারী ফেডারেশনের নারী নেত্রী সুরাইয়া সুলতানা (বৃষ্টি)। করোনাকালীন সময় একদিন কোচিং থেকে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ রাস্তায় থেকেই জানতে পারে তাদের বাসায় ২ জন লোক বেড়াতে এসেছে এবং তাকে তাড়াতাড়ি বাসায় যেতে বলা হয়। বৃষ্টি বাসায় গিয়ে জানতে পারে পরদিন তাদের বাসায় মেহমান আসবে। পরদিন কোচিং এ যাওয়ার পথে তার বাবার সাথে রাস্তায় দেখা হয় এবং তার বাবা তাকে

দ্রুত বাড়িতে ফিরে যেতে বলে এবং বাড়িতে ফিরে এসে সে জানতে পারে তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। বৃষ্টি বাড়ির সবাইকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে সে এখন বিয়ে করবে না, লেখাপড়া করে নিজে স্বাবলম্বী হতে চায়। এই কথা শুনে তার কাকা তাকে ডেকে বলে লেখাপড়া করে কি হবে? চাকরীতো হবে না, তাই তোমাকে এখন আমরা বিয়ে দিব। বৃষ্টির মা তাকে ডেকে বলে তোমার বাবা কোন কাজ করে না, তোমাদের দুই বোনের লেখাপড়ার খরচ চালানো আমার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। আর ছেলে ভালো, চাকরী করে লকডাউনে ছুটিতে বাড়িতে আসছে, বিয়ে করে নিয়ে চলে যাবে। বৃষ্টি অনেক কান্নাকাটি করে তার পরিবারকে বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু তার মা ও নাছোরবান্দা। মেয়েকে সে বিয়ে দিবেই। বৃষ্টি এই বিষয়গুলি তার দুলাভাই এবং শিক্ষকদের জানায়। তারা বৃষ্টির মা কে বোঝায় যাতে তাকে বিয়ে না দেয়। পরদিন ছেলেপক্ষ তাকে দেখতে আসে এবং বৃষ্টির সাথে কথা বলে। বৃষ্টি তাদেরকে জানিয়ে দেয় সে এই বিয়েতে রাজি না, সে লেখাপড়া করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। ছেলেপক্ষ বৃষ্টির মতামত তার মাকে জানালে তার মা ক্ষিপ্ত হয়ে তার বই খাতাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। পরদিন সকালে বৃষ্টি তার শিক্ষকদের ফোন দেয় এবং সবকিছু খুলে বলে। সব কথা শুনে শিক্ষকরা আবার তার বাড়িতে যায় এবং তার মায়ের সাথে কথা বলে এবং পুলিশের ভয় দেখায় তখন বৃষ্টির পিতা বৃষ্টির মাকে বোঝায় এবং বিয়েটা ভেঙ্গে দেয়।

◆ করোনা সর্বশান্ত করলো দীপক দাসকে ◆

২৩ বছর বয়সী দীপক দাস, মা যমুনা দাস ও পিতা মৃত নারায়ন দাস, বসবাস করে খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটি ঋষিপাড়ায়। ০৮ ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট দীপক দাস। পিতার অকাল প্রয়াণে আর লেখাপড়া করা হয়ে ওঠেনি দীপক দাসের। ভাইবোনদের বিয়ের পর সবাই আলাদা হয়ে যাওয়ায় বিধবা মাকে নিয়ে অন্যের সেলুনে কাজ করে অনেক কষ্টে সংসার চালাতে থাকে দীপক। কিন্তু করোনার সময় লকডাউনের কারণে তার মহাজন তাকে সেলুনের কাজ থেকে বাদ দিয়ে দেয়। বাধ্য হয়ে সে এলাকার প্রভাবশালী এক লোকের কাছ থেকে সুদে ২৫,০০০/= (পঁচিশ হাজার টাকা) ঋণ নিয়ে একটি দোকান দেয়। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের কারনে তার বসবাসের ঘর ও দোকান ভেঙ্গে যায়। করোনার সময় প্রতিবেশি, আত্মীয় স্বজন সবার আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকায় ঘর ও দোকান ঠিক করানোর জন্য আবারও সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হয় দীপক। কিন্তু এরই মধ্যে ঋণের টাকা ফিরিয়ে দিতে ভীষণ চাপ আসতে থাকে দীপকের উপর। চাপ সহ্য করতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় দীপক দাস। আজও ফেরেনি সে।

দলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সুপারিশ ও দাবীসমূহ ঃ

দলিত জনগোষ্ঠীর মানবেতর জীবন থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন দলিত জনগোষ্ঠীর সক্রিয়তা; বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সহযোগিণা; সাংস্কৃতিক বিপ্লব; রাষ্ট্রীয় বা আইনগণ পদক্ষেপ এবং জন প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন ও সর্বোপরি সরকারের বিশেষ দৃষ্টি। দলিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় থেকে শুরু করে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্তিসহ নিম্নে বর্ধিত দাবী সমূহ তুলে ধরা হল ঃ

* দলিত সমাজের মানবাধিকার সংরক্ষণে বাংলাদেশ সরকারকে বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে; এবং পাবলিক ও প্রাইভেট ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যতার চর্চা'কে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।
* উন্নয়নের ধারায় দলিত জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার জন্য একটি জাতীয় উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করতে হবে।
* জাতীয় সংসদসহ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
* জাতীয় দলিত কমিশন গঠন করতে হবে।
* আদমশুমারী বা জাতীয় জরিপে আলাদাভাবে দলিত জনগোষ্ঠীকে গণনা করতে হবে।
* সরকারী সেফটি-নেট কর্মসূচী (বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, ভিজিএফ কার্ড, দূর্যোগকালীন ত্রাণ ইত্যাদি)-তে দলিত জনগোষ্ঠীকে বিশেষ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
* চাকুরি ক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯ (৩) অনুযায়ী দলিতদের জন্য কোটা বরাদ্দ করতে হবে এবং শিক্ষার মানউন্নয়নে শিক্ষা বৃত্তি প্রদানসহ বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।
* সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় হরিজন জনগোষ্ঠীর জন্য চাকরি নীতিমালা যুগোপযোগী করা সহ সকল প্রতিষ্ঠানে চাকুরি স্থায়ী করতে হবে এবং ঘোষিত প্রজ্ঞাপন অনুসারে ঝাড়ুদার/ক্লিনার/সুইপার পদে মোট নিয়োগের ৮০% হরিজন জনগোষ্ঠীর কোটার সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে।
* সরকারের গৃহায়ন কর্মসূচী (যেমন গুচ্ছগ্রাম, আদর্শগ্রাম ও আশ্রায়ন)-তে দলিত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
* দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য খাস জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত দিতে হবে। বর্তমানে বসবাসরত জায়গায় স্বল্প মূল্যে গৃহ নির্মাণ করে দলিত/ হরিজনদেরকে স্থায়ী বরাদ্দ দিতে হবে।

এই নিউজলেটারে ব্যবহৃত ছবি ও অন্যান্য তথ্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভিকটিমদের অনাপত্তি স্বীকৃতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রতিবেদনসমূহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ও ভিকটিমদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে স্যানুসন্ধান পূর্বক লেখা হয়েছে। বর্ণিত তথ্যসমূহ কোন জেন্ডার, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্থান, কাল ও সাংস্কৃতিকে আঘাত করা থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

প্রকাশনায় : 'দলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সুরক্ষা' প্রকল্প, মহেশ্বরপাশা, খুলনা

Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
Sweden Sverige
UNDP